দৈনিক খবর

তারিখ ... 1 JUL 1990 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2 ...

২

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম দিনেই ছাত্র ধর্মঘট

।। খবর রিপোর্ট ।।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আহসানউল্লাহ হল সংলগ্ন একটি মুদি দোকান থেকে দশ বোতল নকল স্যাভলন উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব রেসিডেন্স এন্ড ডিসিপ্লিন ঘোষিত চারজন ছাত্র নেতার বহিস্কারাদেশের প্রতিবাদে গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম দিনেই ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। গত ১লা জুলাই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মোশারফ হোসেন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বোর্ড অব রেসিডেন্স এন্ড ডিসিপ্লিন-এর সভায় এ বহিস্কারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

গত সোমবার রাতে ছুটির পর হলে আসার পরে উক্ত চারজন ছাত্রনেতা বহিস্কারের নোটিশপ্রাপ্ত হন। নোটিশ প্রাপ্তির পরপরই রাতে ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল বের করে বহিস্কারাদেশের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়। বহিস্কৃত ছাত্রনেতৃবৃন্দ হলেন আহসানউল্লাহ হল (উত্তর) ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সহ-সভাপতি অসিত কুমার সাহা, কার্তিক চন্দ্রনাথ, বর্তমান ভিপি প্রশান্ত কুমান হাল এবং জিএস বরুন কৃষ্ণ সাহা।

উল্লেখ্য, গত ৩০শে এপ্রিল আসহানউল্লাহ হল (উত্তর)-এর একজন ছাত্র হল সংলগ্ন সিরাজ ভ্যারাইটি স্টোর থেকে ক্রয় করা এক বোতল স্যাভলন ব্যবহার করলে নকল বলে সন্দেহ হয়। ব্যবহারকারী ছাত্র বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে হল সংসদ নেতৃবৃন্দকে জানালে নেতৃবৃন্দ উক্ত দোকন থেকে নকল সন্দেহে আরো দশ বোতল স্যাভলন লিখিতভাবে গ্রহণ করে। পরদিন সকালে হল প্রভোস্ট উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে গালমন্দ করে কোন প্রকার তদন্ত বা বিচারের আশ্বাস ব্যতিরেকে নকল সন্দেহকৃত স্যাভলনগুলো দোকানে ফেরৎ দিতে বলেন। উক্ত অসাধু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কোন প্রকারে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস না পাওয়াতে ছাত্র নেতৃবৃন্দ নকল সন্দেহকৃত স্যাভলনগুলো দোকানে ফেরতদানে বিরত থেকে উক্ত দ্রব্যের কয়েকটি নমুনা পার্শ্ববর্তী লালবাগ থানা এবং স্যাভলন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান আইসিআই (বাংলাদেশ) লিঃ-কে প্রদান করে। আইসিআই কোম্পানী অত্যন্ত আগ্রহের সাথে নমুনাগুলো গ্রহণ করেন এবং রাসায়নিক পরীক্ষায় নকল বলে প্রমাণিত হয় এবং বিষয়টি সিআইডিকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করে এবং উপরোক্ত বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি চিঠি পাঠালে কোম্পানী উক্ত বিষয়টি সিআইডির তদন্তাধীন বলে জানায়।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চারজন ছাত্রকে বহিস্কার করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। এতে শিক্ষকদের মধ্যেও মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে।